ছুটি বিতর্কের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষিত

ডা লি য়া সা ত্তা র
(dalia_satter@yahoo.co.uk)

সরকার নির্বাহী আদেশ বলে সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবার একদিনের পরিবর্তে শুক্র ও শনিবার - এই দুই দিন ঘোষনা করেছে। দুই দিন ছুটি হতে যাচ্ছে, এ খবর প্রকাশিত হবার পর ছুটি কয়দিন হবে ও কোন দিন হবে তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। চাকুরীজীবিরা দুই দিনের ছুটির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও ব্যবসায়ীদের একটি অংশ একদিন রাখার পক্ষে মত দেন। অপরদিকে তারা শুক্রবারকে কর্মদিবস হিসাবে ঘোষণা করে রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি নির্ধারনের দাবী জানান। কেউ কেউ আবার সপ্তাহে দুদিন ছুটিকে সমর্থন করে তাকে শুক্র-শনির পরিবর্তে শনি-রবিতে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে মত দেন। দেশের অর্থনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবিদের একটি অংশও এ বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। ছুটি ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পরও বিতর্কটি অব্যাহত রয়েছে এবং ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো তাদের দাবী অব্যাহত রেখেছে।

সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য অত্যাধিক বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে জ্বালানী খরচ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সরকারী ছুটি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তেলের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি দেশেও এ জাতীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি বাংলাদেশকে জটিল সমস্যার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। বাংলাদেশ তেল উৎপাদন করে না,তাকে আন্তর্জাতিক দর দিয়েই তেল কিনতে হয়। যেহেতু জ্বালানি তেলের দামের উপর চাল, ডাল, তরিতরকারীসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দব্যাদির দাম বেশ কিছুটা নির্ভরশীল তাই তেলের দাম বৃদ্ধির প্রভাব সাথে সাথেই বাজারে দেখা যায় এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দব্যাদির দাম সাধারন মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ কারনে সরকার কৃত্তিম উপায়ে ভতূর্কি দিয়ে তেলের দাম কমিয়ে রাখে। সে ক্ষেত্রে যে দাম দিয়ে সরকার তেল কেনে তার থেকে অনেক কম দামে তেল বাজারে বিক্রি করে। এই লোকসানের টাকাটা আসে জনগনের করের টাকা থেকে। তাতে বাজার দর কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও চড়ামূল্যে ডলারে কেনা তেল পাশ্ববর্তী দেশে পাচার আশংকাজনকভাবে বেড়ে যায়। অপরদিকে ঋণদাতা সংস্থা যেমন বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মূদ্রা তহবিল বরাবরই ভর্তূকি দিয়ে সার, তেল ইত্যাদির দাম কমিয়ে রাখার বিরোধিতা করে। এবারও তাদের প্রচন্ড চাপের মুখেই সরকারকে তেলের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। এ ছাড়া তাদের চাপে সরকারকে আমদানি শুল্ক অনেক কমিয়ে আনতে হয়েছে। সরকারের রাজস্ব আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে আমাদানি শুল্ক। ফলে সরকারের রাজস্ব আয় হুমকীর মধ্যে পড়েছে।

অনেকে সরকারী খরচ কমানোর জন্য ছুটি বাড়ানোর সিদ্ধান্তকে অযৌক্তিক বলেছেন এ কারনে যে এর ফলে আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে স্থবিরতা চলে আসতে পারে। আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে এখনও পদে পদে সরকারের স্নরণাপন্ন হতে হয়। দূর্নীতি, অদক্ষতা ও অলসতা যে আমাদের সরকারি অফিসগুলোর বৈশিষ্টে পরিনত হয়েছে তা অস্বীকার করা যাবে না। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটি বিরাট অংশ সময় মত অফিসে আসে না, আসলেও নানা ছুতোয় অফিসে থাকে না এবং অফিসে থাকলেও ঘুষ ছাড়া কাজ করে না। কর্মকর্তাদের অফিসে উপস্থিতি ও অবস্থান নিয়ে কিছুদিন আগ পর্যন্তও সরকারের সর্ব্বোচ্চ মহল এতাই অসন্তুষ্ট ছিল যে, প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে এ ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয় এবং কঠোর শাস্তির হুশিয়ারী দেয়া হয়। অফিসে পৌঁছে আবার মিটিং এর নাম করে বের হয়ে যাওয়ার প্রবণতা

ঠেকাতে সরকারকে সপ্তাহে একদিন (মঙ্গলবার) মিটিংবিহীন দিন ঘোষনা করতে হয়। এই যখন অবস্থা তখন সপ্তাহে দুইদিন ছুটি হলে একদিকে যেমন তাদের অফিসে উপস্থিতি আরও কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তেমনি ফাইল আটকে বেশী পরিমান ঘুষ আদায়ের সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে। এসব দিক বিবেচনা করে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার কিছুদিনের মধ্যেই সাপ্তাহিক ছুটি দুই দিন থেকে কমিয়ে একদিন করেছিল। যেহেতু ব্যবসায়ীদের সরকারের সাথে লেনদেন বেশী করতে হয় ও সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে তাদেরকেই বেশী মোকাবেলা করতে হয়, তাই ছুটি একদিন রাখার তাদের দাবীকে অযৌক্তিক বলা যায় না।

একদিকে তেলের দাম বৃদ্ধি অপরদিকে ঋণদাতাদের চাপে আমদানি শুল্ক কমানোর ফলে সরকারের কোষাগার যে অর্থ-সংকটে পড়ছে তাকে সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য যদি ছুটি বাড়ানোর কোন বিকল্প না থাকে, তাহলে ব্যাংক, পোস্ট অফিস, বন্দর, কাস্টমস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোর ছুটি সপ্তাহে একদিন রাখা যুক্তিসঙ্গত হবে। পাশাপাশি সরকারি অফিসে ফাইল আটকে রাখার মত প্রবণতা কমাতে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। সরকার চাইলে অতি সহজে তা করতে পারে। প্রত্যেক সরকারি অফিসে ফাইল রেজিস্টার থাকে। কোন অফিসে গড়ে কতদিন ফাইল আটকে থাকে সে পরিসংখ্যান নিয়মিত সংগ্রহ করা ও তা যেন পত্র-পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা গেলে অতি সহজেই এ প্রবণতা কমে যাবে। তখন সপ্তাহে দুই দিন সরকারী অফিস বন্ধ থাকলেও ব্যবসায়ী ও সাধারন জনগনের কোন সমস্যা হবে না।

ছুটি একদিন হবে না দুই দিন হবে সে বিতর্কের চেয়ে অনেক বেশী বিতর্ক চলছে কি বারে ছুটি হবে তা নিয়ে। সরকার পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে না বলা হলেও শুক্রবারে ছুটি বহাল রাখার কারন হিসাবে আকারে ইঙ্গিতে জনগনের ধর্মীয় আবেগ অনুভূতির কথা বলা হচ্ছে। অপরদিকে যারা শুক্রবারের পরিবর্তে রবিবারে সাপ্তাহিক ছুটি চাচ্ছেন, তারা বলছেন যে, শুক্র-শনি ছুটি থাকার কারনে বাংলাদেশ বিশ্ব থেকে সপ্তাহে তিনদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে। তাতে বহির্বিশ্বের সাথে আমাদের ব্যাবসা-বানিজ্য, বিশেষ করে রফতানি বানিজ্য মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হবে। উদাহরন হিসাবে বলা হচ্ছে যে, দেখা গেল আমেরিকার কোন তৈরী পোষাক আমদানিকারক শুক্রবারে বাংলাদেশে ফোন করলেন তৈরী পোষাক সরবরাহের অর্ডার দেয়ার জন্য এবং শুক্রবার অফিস বন্ধ থাকায় কেউ ফোন ধরলো না। ফলে তিনি তার অর্ডারটা পাঠিয়ে দিলেন ভিয়েতনাম, চীন বা ভারতে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ ব্যবসা হারালো।

যদি প্রকৃতই এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে বাংলাদেশ গত দুই যুগে অনেক ব্যবসা হারিয়েছে এবং এতো ব্যবসা হারানোর পরেও যে কোটামুক্ত অবস্থায় বাংলাদেশের তৈরী পোষাক শিল্প টিকে আছে তা বিস্ময়কর বটে। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যবসায়ীদের এ সকল যুক্তি ও বক্তব্য কিছুটা অতিরঞ্জিত বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। বলা হচ্ছে শুক্র-শনি ছুটি থাকায় তিনদিন বাংলাদেশ বিশ্ব থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। এ ধরনের কথা শুনলে মনে হয় যেন শুক্র থেকে রবিবার এই তিন দিন কোন এক ভিনগ্রহের বাসিন্দারা এসে বাংলাদেশের সাথে বর্হিবিশ্বের সব সংযোগ কেটে দিয়ে যায়। ইন্টারনেট কাজ করে না, ই-মেইল-ফোন-ফ্যাক্স আসে-যায় না, বিটিভি ছাড়া অন্য কোন টিভি চ্যানেল দেখা যায় না। বাস্তব অবস্থা যে তেমনটি নয় তা সবাই জানেন।

এবার দেখা যাক, ব্যবসা হারানোর বিষয়টি। এ সকল কথা শুনে মনে হয় যে, বাংলাদেশ থেকে যারা তৈরী পোষাক বা অন্যান্য সামগ্রী আমদানী করেন, তারা শুক্রবার অফিসে গিয়ে বাংলাদেশের ইয়োলো পেজ হাতে নিয়ে এক একটি নম্বরে ফোন করা শুরু করেন অর্ডার দেয়ার জন্য। মনে হবে যে, আমাদানীর অর্ডার

দেয়ার আগে তারা তাদের পূর্ববর্তী আমদানির অভিজ্ঞতা কাজে লাগান না। তাদের সাথে রফতানিকারকদের আগে থেকে কোন যোগাযোগ ঘটে না। সবকিছু ঘটে থাকে হঠাৎ করেই এবং শুক্রবার সকালেই। বাস্তবে বিষয়টি ঘটে অন্যরকম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তৈরী পোষাকের কাজ পাওয়া যায় বায়িং হাউসের মাধ্যমে। তারা ক্রেতার কাছ থেকে কাজের অর্ডার নিয়ে তাদের পরিচিত ফ্যাক্টরীকে দিয়ে সেই কাজ করিয়ে নেয়। এটিও ঘটে বিভিন্ন ধাপে। বায়িং হাউসগুলো সম্ভাব্য ক্রেতাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। কোন ক্রেতার তৈরী পোষাক প্রয়োজন হলে তিনি এক বা একাধিক বায়িং হাউসে যোগাযোগ করেন এবং পোষাকের ডিজাইন পাঠান। বায়িং হাউসগুলো ডিজাইনমত নমুনা বানিয়ে ক্রেতার কাছে পাঠায়। ক্রেতার পছন্দ হলে দরদামের বিষয়টি আসে। সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে ক্রেতা এলসি খোলেন। বিদেশ থেকে কাঁচামাল কেনার বিষয় থাকলে সংশ্লিষ্ট ফ্যাক্টরী তার জন্য ব্যাংকে এলসি খোলে। পোষাক তৈরী হয়ে গেলে তা ক্রেতাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

দেখা যাচ্ছে যে, এক্ষেত্রে বিদেশী ক্রেতাকে কখনই কেন সরকারী অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে হয় না। তারা যোগাযোগ করেন বায়িং হাউসের সাথে। আমাদের দেশের অধিকাংশ বায়িং হাউস শুক্রবার খোলা থাকে। কাজ থাকলে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীগুলোও সপ্তাহে সাত দিনই রাতদিন চব্বিশ ঘন্টা খোলা রাখে। ফলে শুক্রবার ছুটি নিয়ে তাদের কোন সমস্যা হবার কোন কারন দেখা যাচ্ছে না। এখন মোবাইল ফোন ও ইমেইলের যেভাবে বিস্তৃতি ঘটেছে তাতে অফিস খোলা থাকার সাথে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের তেমন কোন সম্পর্ক থাকার কথা নয়। যেসব প্রতিষ্ঠান এসকল ব্যবসায়ে জড়িত, তাদের অফিস শুক্রবারে এমনকি রাতে খোলা রাখার ব্যাপারে সরকারী কোন নিষেধাজ্ঞা আছে বলে তো বলছেন না। ভারতের সিলিকন ভ্যালী বলে পরিচিত বাঙ্গালোরের সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো আমেরিকার সাথে তাদের সময়ের পার্থক্যের কারনে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করে।

শুক্রবার ছুটি থাকায় রফতানী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এ দাবীকে ভিত্তিহীন বলে মনে করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গর্ভনর ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং ডিভিশনের সাবেক সচিব শাহ আব্দুল হান্নান। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত নিবন্ধে তিনি জানিয়েছেন যে, ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেও কখনও একথা জানাননি যে, শুক্রবার ছুটি থাকায় তাদের ব্যবসা-বানিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ব্যবসা বানিজ্যের সাথে ব্যাংকের যোগাযোগ অত্যন্ত বেশী। যদি শুক্রবারে ব্যাংক বন্ধ থাকায় ব্যবসা বানিজ্যের আসলেই কোন ক্ষতি হতো তাহলে অর্ধশত বেসরকরী ব্যাংকের হাজার হাজার শাখার অন্ততঃ দুএকটি শুক্রবারে খোলা থাকতো বা খোলা রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে আবেদন জানাতো।

এখানে একটি কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় রয়েছে। আমাদের অর্থনীতি আমদানি নির্ভর। রফতানির তুলনায় আমাদের আমদানির পরিমান অনেক বেশী। শুক্রবার ছুটি থাকায় যদি আমাদের রফতানি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তাহলে একই কারনে যে সকল দেশ বাংলাদেশ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে (যেখানে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি) রফতানি করে থাকে তারাও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। ভারতের সবথেকে বড় রফতানি বাজার হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য। বাংলাদেশে ভারতের রফতানির পরিমান বছরে বিশ হাজার কোটি টাকার বেশী। ফলে মধ্যপ্রাচ্য ও বাংলাদেশ মিলে ভারতের রফতানি বাজারের সিংহভাগ তৈরী হয়। তাহলে ছুটির পার্থক্যের কারনে রফতানির ক্ষতির কথা চিন্তা করে কি ভারতের উচিৎ ছিল না সাপ্তাহিক ছুটি রবিবার থেকে শুক্রবারে সরিয়ে নেয়া? কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ভারতীয় ব্যবসায়ীরা কখনও এ দাবী করেননি।

তাছাড়া আন্তর্জাতিক বিশ্ব বলতে শুধু পাশ্চাত্যের দেশগুলোকেই বোঝায় না। এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোও রয়েছে। সেসব দেশের সাথে বাংলাদেশের বানিজ্য, বিনিয়োগ, জনসম্পদ রফতানি ও উন্নয়ন সহায়তার মত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশের বৈদেশিক আয়ের একটি প্রধান অংশ আসে মানব সম্পদ রফতানি করে। এই আয়ের আবার দুই-তৃতীয়াংশের বেশী আসে মধ্যপ্রাচ্যর দেশগুলো থেকে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ সবজি, হিমায়িত খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য পণ্য রফতানি করে থাকে। পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশ যখন বাংলাদেশকে একঘরে করে রাখার চেষ্টা করছে সে মুহূর্তে মধ্যপ্রাচ্যের ধনকুবেররা বাংলাদেশে তাদের অর্থ বিনিয়োগের বড় বড় প্রস্তাব নিয়ে ছুঠে আসছেন। সউদি আরব, কুয়েত ও ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের মত দেশ ও সংস্থা সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ সাহায্য করে আসছে। তাদের সহায়তার পরিমান যেমন কম নয়, তেমনি বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মূদ্রা তহবিলের মত তারা নানান শর্ত বেঁধে দেয় না বা ইউরোপীয় দেশগুলোর মত 'ঋণের চেয়ে মাতব্বরী বেশী' করে না। সুতরাং যদি ধরে নেয়া হয় যে, বিদেশের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্কের উপর সাপ্তাহিক ছুটি প্রভাব ফেলে তাহলেও ছুটি শুক্রবারে হওয়া উচিৎ, রবিবারে নয়।

অনেকে বলছেন যে, ধর্মীয় কারনে শুক্রবারে ছুটি বহাল রাখার কোন ভিত্তি নেই কেননা, ইসলাম ধর্মে এমন কোন কথা নেই যে, শুক্রবারে কাজ করা যাবে না; বরং কোরান শরীফে আল্লাহ বলেছেন নামাজের পর জীবিকা অন্বেষণে বের হয়ে যেতে। বস্তুতঃ ইহুদী ও খ্রীষ্ট ধর্মে যেমন সপ্তাহের একটি বিশেষ দিনে কাজ করা নিষিদ্ধ, ইসলামে তেমনটি নেই। ইহুদীরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ছয়দিনে বিশ্ব সৃষ্টি করে সপ্তম দিনে (শনিবারে) বিশ্রাম নিয়েছিলেন। তাই অনেক নিষ্টাবান ইহুদী শনিবারে ফোন পর্যন্ত ধরে না। ইসলামে এ ধরনের গোড়ামীর অবকাশ নেই। বরং ইসলাম শুক্রবারকে নির্ধারন করেছে মুসলমানদের সাপ্তাহিক জমায়েতের জন্য যাতে তাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন অটুট থাকে ও তাদের নেতারা যেন সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করে দিতে পারে। ইসলাম শুক্রবারে কাজ করাকে নিষিদ্ধ করেনি, কিন্তু দিনটিকে সপ্তাহের অন্যান্য দিন থেকে আলাদা ধর্মীয় মর্যাদা দিয়েছে। সে কারনে পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম দেশে শুক্রবারে ছুটি প্রচলন রয়েছে। তাছাড়া ইসলাম সর্বদা তার অনুসারীদের স্বাতন্ত্র বজায় রাখার উপর জোর দিয়েছে। স্বাতন্ত্রের বিষয়টিকে প্রত্যেক এলাকাভিত্তিক বা ধর্মভিত্তিক জাতিই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ফ্রান্স কেন আইফেল টাওয়ার বানিয়েছে? মালেশিয়া কেন পেট্রোনাস টাওয়ার তৈরী করেছে? আমরা কেন পহেলা বৈশাখকে এতো সাড়ম্বরে উদযাপন করার চেষ্টা করছি? এর কারন প্রত্যেক দেশ, জাতি ও ধর্ম চায় তার স্বতন্ত্র পরিচয়ের বিকাশ ঘটাতে। স্বাতন্ত্রের সাথে জাতীয় পরিচিতি, আত্ম বিশ্বাস ও অহংকার অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। আর এ বিষয়গুলি স্বাধীনতা-স্বার্ভভৌমত্ব রক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শুক্রবার ছুটি থাকায় বাংলাদেশে একটি ভিন্ন ধরনের ধর্মীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে যা ধর্মের নামে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানেও ছিল না। আমাদের দেশে প্রচুর লোক আছেন যারা নিয়মিত নামাজ না পড়লেও শুক্রবারের নামাজটি ছাড়েন না। শিশু-কিশোর ছেলের হাত ধরে পাজামা-পানজাবী ও টুপি পরে মসজিদে নামাজের জন্য যাচ্ছেন - এ দৃশ্য শুক্রবারের ঢাকায় রাস্তায় রাস্তায় দেখা যায়। ঢাকার এপার্টমেন্টগুলোতে মাত্র এক বিঘা যায়গার উপর ত্রিশ-পয়ত্রিশটা পরিবার বাস করে, অথচ, কারো সাথে কারো দেখা-সাক্ষাৎ ও চেনা-জানা হয় না। শুক্রবারে ছুটি থাকায় মসজিদে জুম্মার নামাজের কারনে সেই ভেঙ্গে পড়া সামাজিক বন্ধন কিছুটা হলেও জোড়া লেগে থাকে। বায়তুল মোকাররম মসজিদ সহ অনেক মসজিদে নারীদের জন্য নামাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে যা অন্যান্য শহরেও ধীরে ধীরে চালু হচ্ছে। জুম্মার দিনে এ সকল মসজিদে নারীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করার মত। শুক্রবার কর্মদিবস হলে পিতা-পূত্রের একত্রে মসজিদে যাওয়া, চাকুরীজীবি নারীদের মসজিদে নামাজ আদায়, প্রতিবেশীর সাথে যোগাযোগ - ইত্যাদি সম্ভব হতো না।

শুক্রবারের ছুটিকে কেন্দ্র করে প্রাইভেট টিভি চ্যানেলগুলো ইসলামি জ্ঞানভিত্তিক বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে। এ অনুষ্ঠানগুলো অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ধর্মের নামে গোড়ামী, কুসংস্কার ও বিকৃত মতবাদ প্রচারের বিরুদ্ধে এ সকল অনুষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে কিছু সংস্থা ও দল ইসলামের বিকৃত ব্যাখা উপস্থাপন করে ইসলামের নামে ঘৃণ্য সন্ত্রাসী কার্যকলাপে কিছু ব্যক্তিকে জড়িয়ে ফেলতে চেষ্টা করেছে। তাদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে ইসলামের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরা হয় - এ ধরনের অনুষ্ঠানের প্রচার বাড়াতে হবে। যারা বাংলাদেশে ধর্মের নামে সন্ত্রাসবাদ বিস্তারে উদ্বিগ্ন তাদেরকে বিষয়টি অনুধাবন করতে হবে।

বাংলাদেশের জন্য ধর্মীয় মূল্যবোধের বিস্তার যে কতটা প্রয়োজনীয় তা আমেরিকার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে বোঝা যায়। দূর্গত নারীরা খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে মৃতপ্রায় অবস্থায় তাদের ছাদে দাড়িয়ে যখন সাহায্যের জন্য হাত নাড়ছে, তখন উদ্ধারকারীরা ক্যামেরা নিয়ে গিয়ে তাদেরকে বিবস্ত্র হতে বলছে। আমাদের দেশের মানুষ অশিক্ষিত। তাদের আরো হাজারো দোষ আছে। কিন্তু এরকমটি কখনো ঘটেছে বলে শোনা যায় নি। আমাদের অতি দূর্বল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মধ্যে যেভাবে পর্ণো বই-পত্র ও সিডির বিস্তার ঘটছে, আামাদের সরকারসমূহের কল্যাণে যেভাবে অশ্লীল চ্যানেল ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে, তার পরও যে, নারীরা তাদের মান-সম্মান নিয়ে রাস্তাঘাটে চলতে পারছে, অফিস-আদালত-স্কুল-কলেজে যেতে পারছে তার পিছনে প্রধান অবদানটি রাখছে ধর্মীয় মূল্যবোধ।

প্রকৃতপক্ষে এসকল বিতর্কের মাধ্যমে আমাদের উন্নতির প্রধান অন্তরায়টিকে বিভিন্নভাবে আড়াল করে রাখা হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে আমাদের জিডিপির অর্ধেক খেয়ে যায় দূর্নীতিতে। ব্যাপক দূর্নীতি রোধ করা গেলে আমাদের মাথা পিছু আয় দ্বিগুন হয়ে যেত, দুই থেকে তিন শতাংশ জিডিপি বেড়ে যেতো। ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধের বিকাশ ছাড়া এই সর্বগ্রাসী দূর্নীতি রোধ করা সম্ভব নয়। শুক্রবারের ছুটি সেই মূল্যবোধের লালন ও বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।